ধ্রুপদী চলচ্চিত্র গ্রন্থ ৯

আলফ্রেড হিচকক

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

আলফ্রেড হিচকক

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৬

প্রকাশক

সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

সব্যসাচী হাজরা

অঙ্গসজ্জা

রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৪৫০ টাকা

Alfred Hitchcock by Chandi Mukherjee Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: March 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-2250-05-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

মার্কিন প্রবাসী আমার বড় ছেলে বাবাই-কে

ভূমিকা

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কিছু নাম আছে, যেগুলো কেবল একজন নির্মাতার পরিচয় নয়, বরং এক বিশেষ শিল্পভাষার প্রতীক। আলফ্রেড হিচকক সেই বিরল শিল্পীদের অন্যতম, যাঁর নাম উচ্চারণ করলেই দর্শকের মনে এক অনির্বচনীয় উত্তেজনা, শিহরণ এবং প্রত্যাশা জেগে ওঠে। তাঁকে 'মাস্টার অব সাসপেন্স' বলা হয়—কিন্তু এই অভিধা তাঁর শিল্পীসত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেয় না। সাসপেন্স তাঁর হাতের একটি যন্ত্রমাত্র; তাঁর আসল অনুসন্ধান ছিল মানুষের ভেতরের অন্ধকার, অপরাধবোধ, গোপন বাসনা, ভয় এবং নৈতিক অনিশ্চয়তার জটিল ভূগোল।

এই গ্রন্থে সেই জটিল ভূগোলের এক বিস্তৃত মানচিত্র নির্মাণের প্রয়াস। এখানে হিচককের জীবন ও কর্মকে কেবল তথ্যভিত্তিক ধারাবিবরণী হিসেবে নয়, বরং এক শিল্পদর্শনের বিবর্তন হিসেবে দেখা হয়েছে। তাঁর শৈশব, ক্যাথলিক শিক্ষাব্যবস্থা, নিঃসঙ্গতা এবং অপরাধবোধের অভিজ্ঞতা—এসব কীভাবে তাঁর চলচ্চিত্রভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে, তার অনুসন্ধান এই বইয়ের একটি প্রধান লক্ষ্য। হিচককের ছবিতে অপরাধ কেবল বাহ্যিক ঘটনা নয়; এটি মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক এক গহ্বর, যেখানে চরিত্র ও দর্শক উভয়েই নিমজ্জিত হয়।

হিচককের চলচ্চিত্রের উল্লেখ করলেই কিছু ছবির নাম অনিবার্যভাবে সামনে আসে। যেমন—*সাইকো*, যেখানে এক সাধারণ মোটেল ও এক অস্বাভাবিক মানসিকতার চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের দ্বৈত সত্তা উন্মোচিত হয়েছে। *ভার্টিগো*,

যেখানে প্রেম, আসক্তি ও পরিচয়ের বিভ্রম এক মায়াবী বৃত্ত রচনা করে; *রেয়ার উইন্ডো*, যেখানে দর্শকের 'ভ্যায়ার' বা গোপন দৃষ্টির প্রবণতা এক নৈতিক প্রশ্নে পরিণত হয়; অথবা *নর্থ বাই নর্থওয়েস্ট*, যেখানে এক নিরীহ মানুষ ভুল পরিচয়ের ফাঁদে পড়ে আধুনিক বিশ্বের আতঙ্ক ও ষড়যন্ত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই চলচ্চিত্রগুলো কেবল কাহিনির জন্য স্মরণীয় নয়; তাদের নির্মাণরীতি, সম্পাদনা, ক্যামেরা-ভাষা এবং শব্দ-নির্মাণ বিশ্বচলচ্চিত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

হিচককের শিল্পে ক্যামেরা কখনো নিরপেক্ষ নয়। এটি সক্রিয়, কৌতূহলী, কখনো নিষ্ঠুর। দর্শককে তিনি এমনভাবে ঘটনার ভেতরে টেনে নেন যে দর্শক নিজেই অপরাধের সহযাত্রী হয়ে ওঠে। তিনি 'সাসপেন্স' ও 'সারপ্রাইজ'-এর পার্থক্য স্পষ্ট করে দেখিয়েছিলেন—হঠাৎ বিস্ফোরণ নয়, বরং বিস্ফোরণের সম্ভাবনা জানার মধ্যেই প্রকৃত উত্তেজনা। এই মনস্তাত্ত্বিক কৌশল তাঁর ছবিকে কেবল বিনোদনের পর্যায়ে রাখেনি; তা এক গভীর শিল্প-অভিজ্ঞতায় উন্নীত করেছে।

এই গ্রন্থে হিচককের চলচ্চিত্রকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে—নন্দনতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, আধুনিকতা, এমনকি লিঙ্গ-রাজনীতি। তাঁর ছবিতে নারীর উপস্থাপনা, 'ব্লন্ড' নায়িকার পুনরাবৃত্তি, দমন ও আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক—এসব প্রশ্নও এখানে আলোচিত হয়েছে। হিচককের পুরুষ চরিত্ররা প্রায়শই দুর্বল, বিভ্রান্ত বা অপরাধে জড়িত; নারীরা কখনো রহস্যময়, কখনো শক্তিশালী, কখনো ভঙ্গুর। এই দ্বৈত বিন্যাস তাঁর চলচ্চিত্রকে বহুমাত্রিক করে তোলে।

একই সঙ্গে এই বইতে আলোচিত হয়েছে তাঁর শিল্পীজীবনের ভৌগোলিক পরিসর—ব্রিটিশ পর্যায় থেকে হলিউড পর্যায়ে উত্তরণ। ব্রিটেনে নির্মিত প্রাথমিক ছবিগুলো তাঁকে যে অভিজ্ঞতা দিয়েছিল, হলিউডে এসে তিনি তা বৃহত্তর পরিসরে প্রয়োগ করেন। প্রযোজনা-ব্যবস্থার ভেতরে থেকেও তিনি নিজের স্বাক্ষর অটুট রাখেন। জনপ্রিয়তার সঙ্গে শিল্পমানের যে সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছিলেন, তা আজও বিরল।

বাংলা ভাষায় হিচকক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম। অথচ বিশ্বচলচ্চিত্রচর্চায় তাঁর প্রভাব অপরিসীম। ইউরোপীয়

সমালোচকরা—বিশেষত ফরাসি 'অথর' তত্ত্বের প্রবক্তারা—তাঁকে একজন পূর্ণাঙ্গ শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কাজের পুনর্মূল্যায়ন ঘটে, এবং তিনি কেবল বাণিজ্যিক পরিচালক নন, বরং একজন গভীর চিন্তাশীল নির্মাতা হিসেবে স্বীকৃতি পান। এই গ্রন্থ সেই আলোচনাকে বাংলা পাঠকের কাছে সুসংহতভাবে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা।

হিচকক কোনো একমাত্রিক জীবনী নয়, আবার নিছক সমালোচনাও নয়। এটি এক সংলাপ—চলচ্চিত্র ও দর্শকের মধ্যে, শিল্পী ও সমাজের মধ্যে, ভয় ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। হিচককের ছবির অন্ধকার করিডরে প্রবেশ করলে আমরা কেবল এক অপরাধের রহস্য উন্মোচন করি না; আমরা আমাদের নিজেদের অচেনা মুখোমুখি হই। তাঁর ছবির প্রতিটি ফ্রেম যেন এক আয়না, যেখানে দর্শক নিজেরই ছায়া দেখতে পায়।

এই গ্রন্থ প্রকাশে কবি প্রকাশনীর সাহসী উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্র-নির্ভর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ সবসময় সহজ কাজ নয়; তবু প্রকাশক সজল আহমেদ যে আন্তরিকতা ও উৎসাহ দেখিয়েছেন, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁদের এই প্রচেষ্টা বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রবিষয়ক চিন্তাচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে বলা যায়, হিচককে পড়া ও দেখা এক চলমান অভিজ্ঞতা। সময় বদলায়, দর্শকের মনোভাব বদলায়, তবু তাঁর চলচ্চিত্রের আবেদন ফুরোয় না। কারণ তিনি কেবল কাহিনি বলেননি; তিনি আমাদের দেখার পদ্ধতিকে বদলে দিয়েছেন। এই বই সেই পরিবর্তনের ইতিহাস ও ব্যাখ্যা ধারণ করার একটি বিনীত প্রচেষ্টা।

হিচককের চলচ্চিত্রের মতোই এই গ্রন্থও পাঠককে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চায়—ভয় কোথায় জন্মায়? অপরাধ কি কেবল আইনের বিষয়, নাকি চেতনার গভীরে তার শিকড়? এবং আমরা যখন পর্দার দিকে তাকাই, তখন কি সত্যিই অন্য কাউকে দেখি, নাকি নিজেরই এক অচেনা প্রতিবিম্ব?

এই প্রশ্নগুলোর মধ্য দিয়েই *হিচকক* গ্রন্থের যাত্রা শুরু।

২১ বইমেলা ২০২৬ **চণ্ডী মুখোপাধ্যায়**

সূচিপত্র

সারপ্রাইজ নয়, সাসপেন্স	১৩
অপরাধবোধ, ভয় ও নির্দোষ মানুষ	১৭
প্রেম, পরিণয়, পরিচালক	২৩
বাবা হলেন হিচকক	৩৫
ব্রিটেন পর্ব—নির্বাক হিচকক	৪১
ছবিতে শব্দ এলো—নতুন ভাষায় হিচকক	৪৯
হলিউডে হিচকক	৫৫
প্রিয় মোটিফ : পরিচয়ের দ্বৈততা	৬৭
চমকের তাস আস্তিনের ভেতর	৭১
পাখিকুল : সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ	৮১
ফ্রেঞ্জি—স্বদেশে প্রত্যাবর্তন	৮৯
ভুল রাস্তা, ভুল মানুষ, ভুল সময়	৯৫
হিচককের নারী-আইস-কুল ব্লন্ড	১০১
দর্শকের সঙ্গে এক মনস্তাত্ত্বিক খেলা	১০৫
যৌনতা, অপরাধ ও নৈতিকতা	১০৯
যুগলবন্দি—সালভাদর ডালি ও হিচকক	১১৫
থ্রিলার-কারিগর থেকে মনস্তত্ত্বের স্থপতি	১২১
দুটি সত্তা, দ্বৈত পরিচয়, ছদ্মবেশ এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব	১২৭
ঘর—নিরাপত্তা নাকি কারাগার?	১৩৩
শহর কখনো আশ্রয় নয়, আতঙ্কের গোলকধাঁধা	১৩৭
সামরিক সংঘাত নয়, এক বৈশ্বিক আতঙ্ক	১৪১
সাসপেন্স মানেই সময়ের খেলা	১৪৫
টেলিভিশন ও হিচকক	১৫৫
হিচকক ও ফরাসি সিনেমার নবতরঙ্গ	১৬১
হিচকক/ত্রুফো	১৭৩
সম্রাটের মৃত্যু	১৭৯
জীবনপঞ্জি	১৮৫
চলচ্চিত্রপঞ্জি	১৮৯

সারপ্রাইজ নয়, সাসপেন্স

সিনেমার ইতিহাসে এমন কিছু নাম আছে যেগুলো কেবল একজন পরিচালকের নামমাত্র নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রভাষার প্রতীক। আলফ্রেড হিচকক সেই বিরল ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম, যাঁর নাম উচ্চারিত হলেই রহস্য, সাসপেন্স, ভয়ের শিহরণ এবং একই সঙ্গে নিখুঁত ভিজ্যুয়াল সৌন্দর্যের একটি বিশেষ জগৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি শুধুমাত্র 'থ্রিলার মাস্টার' ছিলেন না; বরং তিনি সিনেমাকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে দর্শকের মনস্তত্ত্ব, সামাজিক সংস্কৃতি, যৌনতা, নৈতিকতা এবং ক্ষমতার রাজনীতি—সবকিছু মিলেমিশে তৈরি করেছিল এক অনন্য চলচ্চিত্র অভিজ্ঞতা।

হিচককের কাজকে বোঝা মানে কেবল তাঁর জনপ্রিয় ছবিগুলো দেখা নয়; বরং সিনেমার শিল্প হিসেবে বিবর্তন, দর্শক-পরিসরের সঙ্গে এক নতুন সম্পর্ক তৈরি হওয়া, এবং ভিজ্যুয়াল ন্যারেটিভের এমন ভাষা তৈরি

হওয়া যা আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি—এসব গভীরভাবে উপলব্ধি করা। *ভার্টিগো*, *সাইকো*, *রেয়ার উইন্ডো* কিংবা *নর্থ বাই নর্থওয়েস্ট* কেবল কালজয়ী সিনেমা নয়, বরং দর্শকের ভয়, কামনা, অচেতন আবেশ ও সামাজিক সম্পর্কগুলোকে সিনেমার ক্যানভাসে পুনর্লিখনের এক অনন্য প্রয়াস।

হিচককে বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তাঁর জনপ্রিয়তা এতটাই বিপুল যে অনেক সময় মানুষ তাঁকে 'এন্টারটেইনার' হিসেবেই সীমাবদ্ধ করে দেয়। কিন্তু বাস্তবে তিনি ছিলেন এক দার্শনিক চলচ্চিত্রকার। তাঁর ছবির ভেতরে যে রহস্যময় টান, তা কেবল খুনের রহস্য সমাধান বা অপরাধীর পরিণতি নয়; বরং মানুষের মনস্তত্ত্বের অন্ধকার দিকের সঙ্গে একটি মৌলিক সংলাপ। তিনি দর্শককে ভয় দেখান, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের ভ্যায়ারেস্টিক আনন্দও দেন। অর্থাৎ, দর্শক নিজেরাই অপরাধী কিংবা গোপন প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, *রেয়ার উইন্ডো*তে জেমস স্টুয়ার্টের চরিত্রটি প্রতিবেশীদের ওপর নজর রাখে, আর দর্শকও সেই একইভাবে ক্যামেরার মাধ্যমে তাঁদের গোপন জীবনের অংশীদার হয়। ফলে দর্শক বুঝতে পারে—অপরাধ কেবল বাইরে নয়, আমাদের ভেতরেও বাস করে। হিচকক নতুন করে সাসপেন্সের ভাষা নির্মাণ করেন। হিচককের সেই বিখ্যাত উক্তি—'সারপ্রাইজ নয়, সাসপেন্সই আসল।' যদি হঠাৎ টেবিলের নিচে বোমা ফেটে যায়, তবে সেটা 'সারপ্রাইজ'। কিন্তু যদি আমরা জানি যে টেবিলের নিচে বোমা আছে, অথচ চরিত্ররা তা জানে না, তখন প্রতি মুহূর্তে দর্শক টানটান উত্তেজনায় থাকে—এটাই 'সাসপেন্স'। এই দর্শন তাঁর প্রায় প্রতিটি সিনেমায় প্রতিফলিত হয়েছে। হিচকক মূলত সময়কে ব্যবহার করেছেন ভয়ের ও রহস্যের এক যন্ত্র হিসেবে। পাশাপাশি হিচকক তাঁর ছবির নারীদের নারীর প্রতীকী রূপে এক নতুনতর ভাবনা আনেন। হিচককের সিনেমায় নারী চরিত্রগুলো প্রায়শই রহস্যময়, শীতল সৌন্দর্যের প্রতীক, কিন্তু ভেতরে তারা বহন করে ভয়, আবেশ ও বিপদের ইঙ্গিত। *ভার্টিগো*র কিম নোভাক কিংবা *সাইকো*র জেনেট লি কেবল চরিত্র নয়, তারা হিচককের ভিজ্যুয়াল কাব্যের

আলফ্রেড হিচকক (১৮৯৯-১৯৮০)

অংশ, যা দর্শকের মনের গভীরতম কামনা ও ভয়ের সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বহু নারীবাদী সমালোচক লিখেছেন—বিশেষত লরা মুলভে, যিনি 'মেল গেজ' ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিচককের সিনেমার উদাহরণ এনেছেন। সিনেমায় হিচকক আধুনিকতার রূপ নিয়ে আসেন। হিচককের সিনেমা আসলে বিংশ শতকের অস্থির আধুনিকতাকে প্রতিফলিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজ, ঠাণ্ডা যুদ্ধের বিভ্রান্তি, শহুরে জীবনের একাকিত্ব, যৌন দমন ও সামাজিক ভণ্ডামি—সবকিছু তাঁর সিনেমার ভেতর ছায়ার মতো উপস্থিত। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন—সভ্যতার চকচকে মুখোশের আড়ালে কতটা অন্ধকার, সহিংসতা ও ভীতি লুকিয়ে থাকে। হিচককের উত্তরাধিকারদের এখন আমরা আবিষ্কার করি। আজকের দিনে যখন আমরা ডেভিড লিঞ্চ, ব্রায়ান ডে পালমা, রোমান পোলানস্কি বা এমনকি ক্রিস্টোফার নোলানের সিনেমা দেখি, সেখানে হিচককের প্রভাব স্পষ্ট। থ্রিলারের ভিজ্যুয়াল নকশা, অপরাধকে ঘিরে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সাসপেন্সের বুনন—সবই হিচককের উত্তরাধিকার বহন করে। এমনকি টেলিভিশনেও তিনি তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর টেলিভিশন সিরিজ *আলফ্রেড হিচকক প্রেজেন্টস*-এর মাধ্যমেও তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে ভয় কেবল বড় পর্দার একচ্ছত্র সম্পদ নয়, বরং ছোট পর্দাতেও মানুষের মনের ওপর তীব্র প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রস্তাবনার সীমিত পরিসর থেকে বোঝা যায় হিচকক কেবল একজন পরিচালক ছিলেন না; তিনি ছিলেন চলচ্চিত্রভাষার এক মহান কবি, যিনি ভয়, কামনা, রহস্য ও মানবমনের জটিলতাকে সিনেমার পর্দায় এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যা আজও দর্শককে আলোড়িত করে। হিচকক তাঁর শৈশব ও ব্রিটিশ প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে হলিউড জয় করেছিলেন, কীভাবে তিনি ভিজ্যুয়াল গল্প বলার এমন কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন যা সিনেমার ইতিহাসে অভূতপূর্ব, এবং তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্র আজও নতুন করে পড়তে হয়।

অপরাধবোধ, ভয় ও নির্দোষ মানুষ

আলফ্রেড জোসেফ হিচকক জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ সালের ১৩ আগস্ট, লন্ডনের পূর্ব প্রান্তে। তাঁর পরিবার ছিল আইরিশ বংশোদ্ভূত ক্যাথলিক, যাঁরা লন্ডনে এসে ছোট ব্যবসা চালাতেন। হিচককের পিতা ছিলেন এক মুদিখানার দোকানদার। যদিও পরিবারটি মধ্যবিত্তের নিচুস্তরে অবস্থান করত, তবে হিচকক শৈশব থেকেই শৃঙ্খলাপরায়ণ, নির্জনপ্রিয় এবং অদ্ভুত রকমের কল্পনাপ্রবণ ছিলেন।

হিচকক পরবর্তীকালে একটি ঘটনার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্বে গভীর ছাপ ফেলেছিল। ছোটবেলায় কোনো এক শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য তাঁর বাবা তাঁকে পুলিশের কাছে পাঠান, আর পুলিশ তাঁকে সামান্য সময়ের জন্য লক-আপে ঢুকিয়ে দেয়। হিচকক পরে বলেছিলেন, সেই বন্দিত্বের অভিজ্ঞতা তাঁর ভেতরে ভয়, নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধবোধের এমন একটি চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল যা তাঁর সারা জীবনের

সিনেমায় ফিরে এসেছে। তাঁর চলচ্চিত্রে 'গিল্ট' (অপরাধবোধ), 'ইনোসেন্ট ম্যান অ্যাকিউজড' (অভিযোগে অভিযুক্ত নির্দোষ মানুষ), এবং 'ভয়' এই শৈশব অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তিনি স্কুলজীবনে জেসুইট শিক্ষায় পড়াশোনা করেন, যেখানে কঠোর শৃঙ্খলা এবং অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হতো। এই শিক্ষা হিচককের চরিত্রে একধরনের কর্তৃত্ব-ভীতি ও নৈতিক সংকট তৈরি করেছিল, যা তাঁর অনেক ছবিতে প্রতিফলিত হয়।

হিচকক সরাসরি সিনেমায় প্রবেশ করেননি। প্রথমে তিনি প্রকৌশলবিদ্যা পড়েন এবং পরে একটি টেলিগ্রাফ কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। কিন্তু আঁকাআঁকি এবং গল্প বলার প্রতি তাঁর আগ্রহ তাঁকে ১৯২০-এর দশকের গোড়ায় সিনেমাজগতে নিয়ে আসে।

তখন ব্রিটেনে সিনেমা শিল্প গড়ে উঠছে, আর লন্ডনে ফেমাস প্লেয়ার্স-লাস্কি (Famous Players-Lasky) নামে একটি স্টুডিও শাখা খোলে। হিচকক সেখানে টাইটেল কার্ড ডিজাইনার হিসেবে কাজ শুরু করেন। সাইলেন্ট সিনেমার যুগে টাইটেল কার্ড মানে ছিল ছবির ভেতরে সংলাপ বা বর্ণনার টেক্সট। এই কাজের মধ্য দিয়েই হিচকক ভিজ্যুয়াল ও টেক্সটের সম্পর্ক, মুড, টাইপোগ্রাফি এবং সিনেমার ছন্দ বোঝার সুযোগ পান। পরে সহকারী থেকে পরিচালক হয়ে ওঠেন। ১৯২২ সালে হিচকক প্রথম সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি কেবল সহকারী ছিলেন না, বরং স্ক্রিপ্ট থেকে শুরু করে সেট ডিজাইন, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, আর্ট ডিরেকশন—সবকিছুতেই তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন। এই বহুমুখী সম্পৃক্ততা তাঁকে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রকার হিসেবে গড়ে তোলে।

বন্দি হয়ে থাকার এই ভয় হিচককে সারা জীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে। শুধু তাঁর চলচ্চিত্র নয়, তার জীবনেও। হিচকক এ কথা স্বীকার করেন, তাঁর মধ্যে সবসময়ই উৎকণ্ঠা কাজ করে, হিচককের বাবা তাঁর পুলিশ অফিসার বন্ধুকে দিয়ে ছেলের দুষ্টুমি কমাবার জন্য নেহাতই খেলার ছলে যে ভয় দেখিয়েছিলেন তা কিন্তু আজীবন রয়ে গেল হিচককের মধ্যে। তাঁর ছবিতে ক্রমান্বয়ে এলো নিরপরাধ ব্যক্তির বন্দি হয়ে যাওয়ার উৎকণ্ঠা।

সিনেমার জন্মের বছর তিনেকের মধ্যে হিচককের জন্ম। ১৩ আগস্ট ১৮৯৯। গ্রেট ব্রিটেনের লেটোনগোন শহরে। লেটোনগোন তখন এসেক্সেরই অংশ ছিল, পরে অবশ্য লন্ডন শহরের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায়। সেই দিক থেকে হিচককের জন্ম শহরতলিতে বললে খুব একটা ভুল হবে না। হিচককের বাবা উইলিয়ম হিচকক সবজি ও পোলট্রি ব্যবসায়ী ছিলেন। মা ইমা জেন গৃহবধূ। আলফ্রেড এই দম্পতির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। হিচককের এক দিদি ও এক দাদা ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক পরিবারের মধ্যে আলফ্রেডের শৈশব।

তাঁর বাবা পুরুষানুক্রমে হলেন অর্ধেক ইংরেজ ও অর্ধেক আইরিশ। তার ঠিক ওপরের দিদির সঙ্গে হিচককের বয়সের তফাত সাত বছরের। দাদা দিদির চেয়ে বড়। তাই আলফ্রেডের বাড়িতে খেলার সঙ্গী ছিল না। তাই সে একা একাই নিজের খেলা নিজেই আবিষ্কার করে নিত। এভাবেই আলফ্রেড পারিবারিক পরিবেশে নিঃসঙ্গই হয়ে উঠছিল। এমনকি কোনো উৎসবে বা পারিবারিক জমায়েতে সে এক কোণে চুপ করে বসে থেকে সমস্ত কিছু অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ করত। পরিবেশ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একা একা লক্ষ করার প্রবণতা পরবর্তী সময়ে হিচককের অনেক ছবিতেই এসেছে। লুকিয়ে দেখা বা ভ্যায়ারিজম তাঁর অনেক ছবিরই কৃতকৌশল ।

আলফ্রেডের বাড়ির পাশেই একটা কনভেন্ট স্কুল। সেখানেই প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা শুরু। কিন্তু তাঁর বাবার এই স্কুল পছন্দ না হওয়ায় তাঁকে তিন-চার বছর পরে ভর্তি করা হয় শহরের প্রান্তে সেলসিয়াস কলেজিয়েট স্কুলে। তখন আলফ্রেড হিচককের বয়স নবছর। সেলসিয়াসে জেসুইট শিক্ষার মধ্যে বড় হতে থাকেন তিনি। স্কুলের ফাদাররা তাঁকে নানা নীতিমূলক উপদেশ, নিয়মানুবর্তিতা, ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করে আরও বেশি কী করে নিজের প্রাত্যহিক জীবনে শৃঙ্খলা নিয়ে আসা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি শিক্ষা দিতে থাকেন। জেসুইটদের বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে এক ভয়। অমঙ্গলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার ভয়। এই নৈতিক ভীতি নিয়ে আলফ্রেড হিচকক কিন্তু কখনোই চিন্তিত হননি। বরং তার মধ্যে যেটা আজীবন কাজ করেছে তা হলো শারীরিক ভীতি, শারীরিকভাবে

শাস্তি পাওয়ার ভয়। যেটা মনে হয় শৈশবেই ঢুকে গিয়েছিল তাঁর মনে। চৌদ্দ বছর বয়সে আলফ্রেডকে চলে যেতে হয় বোর্ডিং স্কুলে—সেন্ট ইগানাটিয়াসে। লন্ডনের এটি অত্যন্ত নাম করা স্কুল। এখানে নিয়মানুবর্তিতা ছিল আরও কঠিন। নিয়ম ভাঙলে রবারের মোটা বেত দিয়ে মেরে ছাত্রদের শাস্তি দেওয়া হতো। এবং শাস্তি দেওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা আগে শাস্তি ঘোষণা করা হতো। যাতে শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্র এই টানা চব্বিশ ঘণ্টা শাস্তির ভয়াবহতার কথা ভেবে অত্যন্ত মানসিক চাপের মধ্যে থাকে।

স্কুলের ক্লাসে আলফ্রেড হিচকক ছিলেন মুখচোরা এক ছাত্র। ক্লাসে বিশেষ কারও সঙ্গেই মেলামেশা করতেন না। কখনোই স্কুলের পরীক্ষায় কখনোই প্রথম বা দ্বিতীয় হননি তিনি। চলনসই রেজাল্ট করতেন। স্কুলজীবনে বিশেষ করে আগ্রহ জন্মায় ভূগোলে। মানচিত্র দেখতে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। শুধু বাস্তবের মানচিত্র নয়, তিনি নিজে নিজে কাল্পনিক মানচিত্রও তৈরি করতেন সেই মানচিত্র ধরে মানসভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। কৈশোরে নিঃসঙ্গ আলফ্রেডের এটাই ছিল একা একা খেলা।

হিচককের যখন ১৫ বছর বয়স, তখন তার বাবা মারা যান। বাবার স্মৃতি হিচককের যা মনে পড়ে তা হলো একজন সৎ ব্যবসায়ী, যিনি নিজের জোরে অর্থ উপার্জন করেছেন। বাবার বিনোদন বলতে ছিল থিয়েটার দেখা। মায়ের মধ্যেও থিয়েটার দেখার নেশাটা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। একটা সময় থিয়েটার তাঁদের পারিবারিক বিনোদন ছিল।

বড় হয়ে কী হবে? এই রকম এক প্রশ্নের উত্তরে ছোটরা তাদের নানা স্বপ্নের কথা বলে। হিচককও কৈশোরে কিছু না ভেবেই বলতেন, বড় হয়ে সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আর সেই সূত্র ধরেই হিচককের স্কুলজীবন শেষ হওয়ার পর তাকে ভর্তি করে দেওয়া হলো স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড নেভিগেশনে। এখানে তাঁকে পড়তে হলো মেকানিক্স, ইলেকট্রিসিটি, নেভিগেশন, ড্রাফটিং এবং ড্রয়িং। এর মধ্যে ড্রয়িংয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ পেতেন তিনি।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করে ১৯ বছর বয়সে তিনি চাকরিতে ঢোকেন—হেনলে টেলিগ্রাফ কোম্পানিতে। এটি ছিল ইলেকট্রিকের তার